টেকনিসিয়ান্স স্টুডিও প্রাঃ লিঃ-এর

যুগমানব কবীর

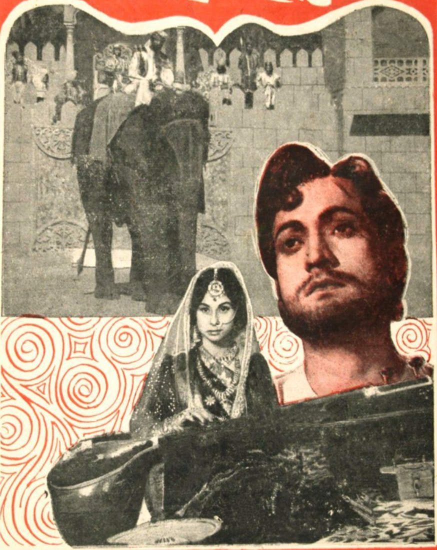

পরিচালনা • দীপঙ্কর

সংগীত • শ্রীমতী বিজনঘোষ দস্তিদার • কালীপদ সেন

টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিও প্রাঃ লিঃ-এর সশ্রদ্ধ নিবেদন

যুগমানব কবীর

পরিচালনা	সঙ্গীত পরিচালনা
দীপঙ্কর	শ্রীমতী বিজন ঘোষ দস্তিদার ও কালীপদ সেন

চিত্রনাট্য ও সংলাপ : দেবনারাণ গুপ্ত, প্রণব রায় ॥ গীত রচনা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব রায়, শান্তিময় কারফর্মা, ফণী [illegible] ও কবীর ॥ চিত্রগ্রহণ পরিচালনা : রামানন্দ সেনগুপ্ত ॥ চিত্রগ্রহণ : পিন্টু দাশগুপ্ত ॥ শব্দগ্রহণ : অনিল দাশগুপ্ত ও সোমেন চ্যাটার্জী ॥ সংগীতগ্রহণ ও শব্দ পুনঃযোজনা : সত্যেন চ্যাটার্জী ॥ শিল্পনির্দেশনা : সুনীল সরকার ও সুবোধ দাস ॥ সম্পাদনা : প্রতুল রায়চৌধুরী ॥ দৃশ্যঅংকন : রামচন্দ্র সিন্ধে ॥ পরিচয় লিখন : দিগেন ষ্টুডিও ॥ বহির্দৃশ্যে শব্দগ্রহণ : চিত্রলেখা ও সাইট এ্যাণ্ড সাউণ্ড প্রাঃ লিঃ ॥ রূপসজ্জা : জ্যোতির্ময়ী রায় ॥ সাজসজ্জা : নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই ॥ স্থির চিত্র : ষ্টুডিও বলাকা ॥ সংগঠনে : আনন্দমোহন চক্রবর্তী ও শম্ভুনাথ কোনার ॥ কর্মসচিব : গান্ধী বসু ॥ ব্যবস্থাপনা : শম্ভু মুখার্জী ॥ প্রচার অঙ্কন : পালিত, ভবানীপুর লাইট হাউস, রতন, ডিজাইন, এস কে পি ॥ রূপায়ণ : জহর কুণ্ডু ॥ সহযোগী সংগীত পরিচালক : অলোকনাথ দে ॥ প্রচার উপদেষ্টা : ধীরেন মল্লিক ॥ প্রধান সম্পাদক : অর্ধেন্দু চ্যাটার্জী ॥ কণ্ঠসংগীতে : মান্না দে, আরতি মুখার্জী ও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ॥ সংগীতগ্রহণ ও শব্দ পুনঃযোজনা : বলরাম বারুই, প্রভাত বর্মণ, পূর্ণচন্দ্র মিত্র, কণক ঘোষ, অরবিন্দ সেন ও প্রদীপ ব্যানার্জী।

সহকারীবৃন্দ : পরিচালনায় : বরেন চ্যাটার্জী, সুধীর সেনশর্মা ॥ চিত্রগ্রহণে : বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, বাউড়িবন্ধু জানা, কণক ঘোষ ॥ শব্দগ্রহণে : বাবাজী শ্যামল, কালী, মহাদেব দাস ॥ রূপসজ্জায় পাঁচু দাস ॥ সাজসজ্জা : বিশু, গণেশ, পু[illegible] প্রিয়ারআলী ॥ ব্যবস্থাপনায় : শঙ্কর, অজিত, সন্তোষ মাইতি ও [illegible]হর ॥ দৃশ্য নির্মাণে : চিরঞ্জীব শর্মা, বিরজু মহান্তি, ভগবত, রাজারাম, বেহু, দ্বিজ, সম্পৎ, বাবুলাল, তা[illegible]শ্বর, দিবাকর হরিপদ, চেমা ও হরেন দাস ॥ আলোক সম্পাতে : প্রভাস ভট্টাচার্য, তারাপদ মান্না, ভবরঞ্জন দাস, রামদাস কাহার, সুবাস ঘোষ, হংসরাজ মৌর্য্য, সুনীল শর্মা ও কাশীনাথ কাহার।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : শ্রীমতী [illegible] ভট্টাচার্য, অজিত লাহিড়ী, প্রফুল্ল সেনগুপ্ত, শিব ভট্টাচার্য, বিমলচন্দ্র বরণ দেব (ঘাটশিলা), অজয় জানা (বাগনান), বারীন বসুধর, সুদীপ মুখার্জী, অঞ্জন চ্যাটার্জী, শিবু গোস্বামী (ত্রিবেণী), জয়ন্ত ঘোষ, তুলালচন্দ্র ভদ্র, রাধাকান্ত দাস, বালেশ্বর ক্ষীরচোরা গোপীনাথ মন্দিরের কর্তৃপক্ষ ॥

রূপায়ণে : অসীমকুমার ও শ্রীমান অরিন্দম ॥ মাধবীচক্রবর্তী ॥

অন্যান্য ভূমিকায় : উৎপল দত্ত ॥ কমল মিত্র ॥ কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ মহেন্দ্র গুপ্ত ॥ শেখর চট্টোপাধ্যায় ॥ বঙ্কিম ঘোষ ॥ শ্যামল ঘোষাল ॥ শিবেন ব্যানার্জী ॥ সুনীলেশ ভট্টাচার্য ॥ মিহির দে সরকার ॥ মমতাজ আমেদ ॥ প্রীতি মজুমদার ॥ শিশির মিত্র ॥ মন্মথ মুখার্জী ॥ সুবীর রায়চৌধুরী ॥ প্রবীর ভট্টাচার্য ॥ সুদীপ মুখার্জী ॥ রবীন ব্যানার্জী ॥ সুব্রত সেন ॥ অমর বিশ্বাস ॥ খগেন পাঠক ॥ ঋষি ব্যানার্জী ॥ শ্যামল চ্যাটার্জী ॥ শচীন রায়চৌধুরী ॥ সুবীর বসু ॥ দেবব্রত মুখার্জী ॥ জি মালাকার ॥ পিন্টু দাশগুপ্ত ॥ অলোক চ্যাটার্জী ॥ দীপকুমার ॥ মিন্টু দেব ॥ ডাবু গাঙ্গুলী ॥ রাজলক্ষ্মী (বড়) ॥ গীতা প্রধান ॥ আশা দেবী ॥ আরতী ॥ প্রমীলা ত্রিবেদী ॥ মধুমিতা দেবরায় ॥ মীনা মুখার্জী ॥ কল্পনা রোজারিও ও কণিকা মজুমদার (অতিথি শিল্পী) এবং একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় : যমুনা (হাতী)।

টেকনিশিয়ান্স ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ ও ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীজে পরিস্ফুটিত ॥

পরিবেশনা উপদেষ্টা : মানিক রায়—

বিশ্ব পরিবেশনা : ছায়াপট, কলিকাতা—৭০০০৭২

ঃ যুগমানব কবীরের কাহিনী ঃ

লক্ষকোটী মানুষের দেশ এই ভারতবর্ষ। এই মহানদেশে মহামানবদের আবির্ভাব ঘটেছে বারে বারে। ভগবান বুদ্ধ, মহাবীর ও পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ, বীরেশ্বর বিবেকানন্দ সকলেই মানবাত্মার মুক্তির বাণী শুনিয়েছেন। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান যে একই ধর্মের দুই রূপ, রাম রহিম ও কৃষ্ণ করিম যে ভিন্ন নামে পরিচিত দু'ভাই এ'কথা প্রতিষ্ঠিত করতে যিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন তিনি—যুগ মানব "কবীর"। জন্ম তাঁর রহস্যঘেরা পদ্মবনে। তাঁর জীবনও বিচিত্র। মুসলমান জোলার ঘরে প্রতিপালিত মুসলমান সন্তান বলে পরিচিত কবীর "রাম নামে" পাগল এবং এই আবর্ত থেকেই তাঁর নবলব্ধ দর্শনের সৃষ্টি। তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করল হিন্দু পণ্ডিতসমাজ ও মুসলমান মৌলবী সমাজ। কবীরের জন্য পরমবৈষ্ণব রামানন্দ ঠাকুরও পড়েছেন বিপদে—তাঁর প্রশ্ন ধর্ম বড় না প্রেম। মন্দিরে রামের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে তিনি মাথা খুঁড়ছেন আর উত্তর খুঁজছেন। অবশেষে তিনি পেলেন "প্রেম বড়"। তিনি দীক্ষা দিলেন কবীরকে। দুই সমাজেই উঠল ঝড়।

ঃ গান ঃ

ধনঞ্জয় : (১)

পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন পরমেশ্বর রাম
নিত্য নিরঞ্জন শ্রীমধুসূদন শমন দমন রাম
ভক্তি পরায়ন মুক্তিদ রাম
সর্ব চরাচর পালক রাম
ভার্গব দর্পহারী হরধনু ভঙ্গকারী
অহল্যা উদ্ধারকারী রক্ষ কুলান্তক রাম
দশরথ নন্দন ধরনীরঞ্জন কলুষ নাশন
সীতাপতি রাম

ধনঞ্জয় : (২)

রাম নাম পিয়াসী
মম তনুমন অনুখন
জনম জনম লভি
নিতি নব রূপ ছবি
তথাপি নয়ন যুগ তিয়াসী
ঘটা ঘোর অম্বর
গুরু গুরু ডমরু বাজে
চকিত চপল ছায়
বিজলী চমকি যায়
সঘন মগন ঘন সাঁঝি
শ্যামলিম ঢলো ঢলো
কলো কলো ছলো ছলো
বিগলিত করুণা রাশি

ধনঞ্জয় : (২ বি)

শ্যাম সরসী বন
সন্তাপ বিমোচন
নির্মল নয়নাভিরাম
অন্তর শতদল
পুলকিত টলোমলো
সমাগত নবঘনশ্যাম
প্রণতি নমো নমো
সুন্দর প্রিয়তম
চরণ কমল অভিলাষী
রাম নাম পিয়াসী

হিমতার কুণ্ঠিত
সংশয় গুণ্ঠিত
বিকট প্রকট বিনাছন্দ
নীপু বন মর্মর
কম্পিত থরো থরো
গতগীত সুধা রস গন্ধ
অধীর শ্রবণ মন
আসিবে পরমতম
পথের পান্থ পরবাসী
রাম নাম পিয়াসী।

মান্না : (২ সি)

ললিত বসন্ত রাগে
ফুল্ল কুসুম বেণু
মন্দ পবনে জাগে
সৃষ্টি স্থিতি লয়
চির অমৃত ময়
ভকত পরম গুণধাম
জয় জগদীশ্বর—
ক্লেষ কলুষ হর—
জয় জয় বরাভয় রাম

মান্না : (৩)

রাম রাম রাম জপত
রাম রাম নাম
রাম রাম রাম কহত
রাম চরণ ধেয়ানে ধরত
রাম ভকত প্রাণ।
ভগবান তুহুঁ রাম মূরতি
রাম তুহুঁ ভগবান।
রাম মন্ত্র রাম তন্ত্র
রাম মুকতি ধাম
রাম সুরথ চন্দ্র পবন
তৃণলতা তরুগন
রাম জীবন জনম মরণ
রামময় তনুমন।

মান্না : (৩ এ)

বিশ্বভুবন রূপ প্রলোভন
বৈভব চারিধার।
করুণাঘন রাম রতন
ভব সংসার সার।
রাম সঙ্গ প্রেমরঙ্গ
কবীর মিলিত রাম,

মান্না : (৪)

গুরু বিনা কে দেখাবে দিশা
দুর্গম পথের দিশা—
ভ্রান্তি ভয়ঙ্কর পাহাড়ী নদী
অহঙ্কার অমানিশা
কাম ক্রোধ মোহ পতিত মম
লোভ জটিল মরুতৃষা
মদমতী কামনার নিত্য বরিসন
মায়া পবন ভরা আশা
কহিছে কবীর দাস—অন্তর অভিলাস
সদ্গুরু সঙ্গ পিয়াসা।

মান্না : (৫)

অলখ ইলাহী একই ভাই নাম ধরেছে
কাশী কাবা একই ভাই নাম ধরেছে
কৃষ্ণ করিম একই ভাই রূপ ধরেছে দুই
হিন্দু মুসলিম একই ভাই নাম ধরেছে
বেদ কোরান একই ভাই নাম ধরেছে,
রাম রহিম একই ভাই রূপ ধরেছে দুই
ভজমন রাম রহিম
রাম রহিম কৃষ্ণ করিম।

মান্না : (৮)

দুই জগদীশ নেই দুনিয়ায়
মিছেই মরিস খুঁজে।
আল্লা রহিম কৃষ্ণ করিম
একই নে না বুঝে।

মান্না : (৯)

কোথায় খুঁজে বেড়াস আমায়
আমি যে তোর সঙ্গীরে
কাবা কাশী মসজিদে নেই
নেই কো আমি মন্দিরে।

দোঁহা (১১) মান্না :

মোল্লা হয়ে আজান যে দিস
প্রভু কি তোর কালা?
মালা জপিস তিলক কাটিস
মনে বিষের জ্বালা।
(তোর) ভিতর বাহির প্রভুর আনা
জানিস না তুই তারে।
(তাই) ঘরের বাতি নিভিয়ে দিয়ে
ঘুরিস অন্ধকারে।

দোঁহা (১২) মান্না

এই দুনিয়া পাগল হল
সত্যি কোথাও নেইকো তার
মিথ্যে এসে আসর জাঁকায়
দয়া মায়া হয় ফেরার।
হিন্দু বলে আমার রাম
মুঘল বলে রেহমান
ধর্ম নিয়ে চলছে লড়াই
মর্ম বোঝার নেইরে টান।

মান্না : (৬)

আমি রাম রসায়ন পান করে যে
মাতাল হয়েছি
এখন কাপড় বুনবে কে
আমি রামের প্রেমের জীবন রসে
যা কিছু কাজ স'পে দিয়েছি
ভাবি মিছে কু'চি দিয়ে
রেখেছি সব জট ছাড়িয়ে
জট ছাড়াবার কু'চি বেচে
রস যে খেয়েছি
আমি তাঁত বুনতে এসে
রামের নেশায় কোথায় গেলাম ভেসে
নাচে পোড়েন নাচে তানা
নাচে গো সেই কু'চিখানা
তাঁতকে ঘিরে নাচে কবীর
কী রস পিয়েছি

মান্না : (৭)

আমার আল্লা যে জন সেই ভগবান
হিন্দু তুরুখ দুই যে সমান ॥
(আমি) করিনা ব্রতের মঙ্গলাচার
কোন মহরম নাইতো আমার
(শুধু) নিদানকালে যে থাকেন ওগো
স্মরণ করে তাকেই এ প্রাণ
গয়া কাশীধামে তীর্থ করিনা
যাইনা হজে মক্কামদিনা
কবীর শোনায় শোন গো সবাই
পূজার মন্ত্র আমার যে নাই
(শুধু) হৃদয়ে নমি এক নিরাকার
পড়িনা নমাজ দিইনা আজান

আরতি : (৮)

(আমি) বাজু বন্ধ পরি কেমনে
মেহেদি লাগানো মোর এ দুটি হাতে
পরায়ে দাও পিয়া যতন করে
চাঁদিনি এ চৈতি রাতে।
চামেলির বনে ওই কোয়েল ডাকে
এমন রাতে বলো দূরে কে গো থাকে
হিয়াভরা মধু আছে,
আঁখি ভরা যাদু আছে ॥
চুপি চুপি কথা আছে তোমারই সাথে

মান্না ও আরতি : (৯)

কহলে সিঙ্গার চতর আনবেলি ॥
সাজনকে ঘর জানা হোগা ।
মিট্টি উড়াবন মিট্টি বিছাবন
মিট্টিমে মিল জানা হোগা ।
নাহলে ধোলে আশ মিটালে
ফির উঁহাসে নহি আনা হোগা
কহত কবীর শুনো ভাই সাধো
দের করে পছ তানা হোগা ॥

দোঁহা মান্না (১৭)

মিট্টি কহে, কুমাহার সে
তু কেয়া রোনদে মোয়
একদিন এইসা আয়েগা
মাই রোন্দুইঙ্গি তোয় ॥

মান্না (১৯)

কোথারাম কোথারাম
রাম নাম লয়ে পথে পথে ফিরি
জীবন কাননে দেহ মঞ্জরী দরশন
বিনা যায় যে গো ঝরি ।

বিরহ অনলে দহি পলে পলে
নিশীথ প্রদীপ সম
সর্ব অঙ্গ অঙ্গার হবে,
পরশ মণিকা কোথা পর শিরে ॥
মরণ আঁধারে নয়নে আসিলে
কি হবে গো মনোরম ॥

দোঁহা (১৯) মান্না

লালী মেরে লালকী যিত
দেখুঁ সব লাল ।
লালী দেখন মৈ গঈ
মৈ ভী হো গই লাল ॥
জিন পানেকো সদা ফিরে ঘুমে
দেশ বিদেশ
পিয়া মিলন ঘর হোগয়া
আঁগন ভয়া বিদেশ ॥

মান্না দোঁহা (২০)

মন না রাঙায়ে বসন রাঙালি
কি ভুল করিলি ভাই ।
ব্রহ্ম ছাড়িয়া পাষাণ পুজিলি
মিছে হল পুজা তাই ॥
মস্তক মুড়ায়ে গীতা পাঠ করে
যোগী সাজা হল সার ।
কহিছে কবীর অন্তিম কালে
কেমনে হইবি পার ॥

(২১) মান্না

তীরথ কৌন করে হামারে ॥
মনমোহি গঙ্গা, মনমোহি যমনা ॥
মনমোহি স্নান করে হামারে ॥
মনমোহি মালা, মনমোহি মুকুরা ॥
মনমোহি ধ্যান ধরে হামারে ॥
তীরথ কৌন করে হামারে ॥
কহত কবীর শুনো ভাই সাধো
কহত কবীর শুনো ভাই সাধো
ভটকত কৌন ফিরে হামারে
তীরথ কৌন করে হামারে ॥

কণ্ঠসংগীতে : মান্না দে, আরতি মুখার্জী
ও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

যে রমনী মা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত পালন করে
তাহার কখনো কোন কালে বিপদ আপদ থাকেনা

পরিচালনা **প্রভাত চক্রবর্তী**

সঙ্গীত **সন্তোষ মুখার্জী**

ভূমিকায়

ইন্দ্রজিৎ • তরুণ কুমার • পদ্মাদেবী

বীরেন • কমল • গুরুদাস ও

নবাগতা আঁখি দে

নতুন খবর প্রেস, ১৬।১৭, কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা-১২ হইতে মুদ্রিত